ইউনিট
১২

বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯০৫-১৯১১)

ভূমিকা

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রসার, যোগযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি নানা কারণে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের মধ্যে এ চেতনা সুষ্ঠুরূপ ধারণ করে। কংগ্রেস ছিল একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের জন্য এ দলের দ্বার উন্মুক্ত থাকলেও মুসলমানগণ প্রথম থেকেই কংগ্রেসের সাথে সংশ্রব এড়িয়ে চলে। এর কারণ প্রথমত, এ সময় ভারতে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের উন্মেষ এবং বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী দয়ানন্দ, বলগংগাধর তিলক প্রমুখের হিন্দু বিদ্বেষী প্রচারণা ও কর্মকাণ্ডে মুসলমানরা ক্ষুব্ধ এবং শংকিত ছিল। দ্বিতীয়ত, জাতীয় কংগ্রেস থেকে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখার মুসলিম নেতৃবৃন্দের নীতি। এসময় স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। মুসলিম নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থায় তাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখা এবং চাকরি ও শিক্ষার অধিকারসহ সর্বত্র আলাদাভাবে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টার ফলে তাদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র চেতনা ও বোধের জন্ম হয়। লর্ড কার্জন কর্তৃক ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করা হয়। বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ব বঙ্গ ও আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও বর্ণ হিন্দুদের আন্দোলন এবং ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ মুসলমানদের স্বাতন্ত্র চেতনাবোধকে আরো শাণিত করে। এই স্বাতন্ত্রবোধের ফসল ১৯০৬ সালের মুসলিম লীগ গঠন এবং মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের জোর দাবি।

আলোচ্য ইউনিটে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা এবং ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ ইত্যাদি বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

- পাঠ ১ : বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫)
- পাঠ ২ : মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা (১৯০৬)
- পাঠ ৩ : বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ

পাঠ-১ : বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

- ☞ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পটভূমি ও কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ বঙ্গভঙ্গের ফলে এর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আধুনিক ভারতের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তা ভারতের ইতিহাসের গতিধারাকে প্রভাবিত করেছিল।

১.১ বঙ্গভঙ্গের পটভূমি বা কারণ

প্রশাসনিক কারণ

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের পশ্চাতে প্রশাসনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ ক্রিয়াশীল ছিল। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গভঙ্গকে একটি প্রশাসনিক কার্য সাধনের উপায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ১৯০৩ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর মোট আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। একজন গভর্নরের পক্ষে এ বিশাল আয়তনের প্রদেশ সুষ্ঠুভাবে শাসন করা সম্ভব ছিল না। উল্লেখ্য বাংলার এ বিশাল আয়তনের জন্য প্রশাসনিক অসুবিধা বিবেচনা করে একে বিভক্ত করার সরকারি প্রচেষ্টা ১৮৫৪ সালে থেকে শুরু হয়। ১৮৭৪ সালে বাংলা থেকে আসাম, সিলেট ও কাছাড় ও গোয়ালপাড়াকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ইউনিট গঠন করা হয়। একজন চীফ কমিশনারের অধীনে এ ইউনিটের শাসনভার ন্যস্ত করা হয়। ১৮৯৬ ও ১৮৯৮ সালে পুনরায় বাংলা প্রদেশে সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব করা হলেও তখন তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জন ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হয়ে প্রশাসনিক প্রয়োজনে পুনরায় বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ

নতুন প্রদেশ গঠনের পশ্চাতে শক্তিশালী প্রশাসনিক যুক্তি ছাড়াও সরকারের পক্ষ থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের কথা বলা হয়। বস্তুত ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজ ছিল মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক। ব্রিটিশ শাসনের গোড়া থেকেই পূর্ব বাংলা ও আসাম অঞ্চল প্রশাসনিক অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হয়েছিল। এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। বরং অবস্থা ক্রমাগত অবনতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে এ অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও মারাত্মক অবনতি হয়েছিল। এমতাবস্থায় লর্ড কার্জন প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও পূর্ববঙ্গ ও আসামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বঙ্গভঙ্গ প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন।

রাজনৈতিক কারণ

অনেকের মতে বঙ্গ বিভাগ লর্ড কার্জনের সুপরিকল্পিত ভেদ নীতির বহিঃপ্রকাশ। এর পিছনে কার্জনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন বাঙালি মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীরাই ভারতে জাতীয়তাবাদ ও ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্মদাতা। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে বাঙালি নেতৃত্বের প্রাধান্যের বিষয়টিও লক্ষ্য করেন। এমতাবস্থায় বাঙালির নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক প্রভাবকে খর্ব করার জন্য ভেদ নীতি হিসেবে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কেননা তিনি মনে করেছিলেন এতে একদিকে মুসলমানরা খুশি হবেন এবং সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে এ বিভাগ বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে। এতে তাদের একতা নস্যাৎ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুর্বল হয়ে যাবে।

১.২ বঙ্গভঙ্গ কার্যকর

১৯০৩ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা প্রবল গণ অসন্তোষের সৃষ্টি করে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল বাঙালি এ পরিকল্পনার বিরোধিতা করে। বিভিন্ন মহল থেকে এর বিরুদ্ধে সরকারের কাছে স্মারকলিপি পাঠানো হয়। এমতাবস্থায় ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড কার্জন পূর্ব বঙ্গ সফরে আসেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে প্রদত্ত বিভিন্ন ভাষণে তিনি নতুন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বেশি সুযোগ-সুবিধা লাভের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। ফলে পূর্ব বঙ্গের

মুসলমানদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। নবাব সলিমুল্লাহসহ মুসলিম নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জানান। এমতাবস্থায় কার্জন ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাটি অনুমোদনের জন্য ভারত সচিবের কাছে পাঠান। ১৯ জুলাই পরিকল্পনাটি সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়।

১.৩ বঙ্গভঙ্গ ও নতুন প্রদেশ সৃষ্টি

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে দুটি প্রদেশ করা হয়। পূর্ব বঙ্গের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের সাথে জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা, মালদাহ ও আসামকে যুক্ত করে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। নতুন প্রদেশের আয়তন দাঁড়ায় ১০৬,৫৪০ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ। এর মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ ছিল মুসলমান। নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয় ঢাকা এবং অনুসঙ্গী সদর দপ্তর চট্টগ্রামে। অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে আরেকটি প্রদেশ হয়। এর নামকরণ করা হয় বাংলা প্রদেশ। বাংলা প্রদেশের রাজধানী করা হয় কলকাতা।

১.৪ মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রতি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। শুরুতে মুসলমান সম্প্রদায় বিভক্তির বিরোধীতা করলেও পরবর্তীতে নবাব সলিমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে তারা বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়। মুসলিম পত্র-পত্রিকাগুলো নতুন প্রদেশ গঠনে সন্তোষ প্রকাশ করে। শিক্ষা-দীক্ষা সহ প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নানা রকম সুযোগ-সুবিধার আশায় পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করে। এমনকি কলকাতার কিছু সংখ্যক মুসলমানও এ প্রদেশ সৃষ্টিকে স্বাগত জানায়। অবশ্য একদল শিক্ষিত উদারপন্থী মুসলমান এর বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন জানায়।

১.৫ হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া

বঙ্গভঙ্গ বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। পেশাগত ও শ্রেণী স্বার্থে হিন্দু জমিদার, পুঁজিপতি শ্রেণী, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগ দেয়। অবশ্য নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা এ আন্দোলনে শরিক হয়নি। তথাপি এ আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়। এক পর্যায়ে এর সাথে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ যুক্ত হলে সরকার নতি স্বীকার করে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

সার-সংক্ষেপ

বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্বে বঙ্গভঙ্গ ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রধানত প্রশাসনিক প্রয়োজন এবং সেই সাথে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বিশাল আয়তনের বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। নতুন প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় তারা কার্জনের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। অন্যদিকে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা এর তীব্র বিরোধিতা করে। কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে একটি তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করেন–

ক. লর্ড ডালহৌসি
খ. লর্ড হার্ডিঞ্জ
গ. লর্ড মিন্টো
ঘ. লর্ড কার্জন

২. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ছিল–

ক. চট্টগ্রাম
খ. ঢাকা
গ. রাজশাহী
ঘ. ত্রিপুরা

৩. বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়–

ক. মুসলিম লীগ
খ. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
গ. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি
ঘ. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মেহামেডান এসোসিয়েশন

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে _____ পূর্ববঙ্গ সফরে আসেন।
২. ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত _____ বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ছিল কলকাতা।
২. নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়নি।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. কবে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়?
২. বাংলা প্রদেশের রাজধানী কোথায় ছিল?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণ ব্যাখ্যা করুন।
২. বঙ্গভঙ্গের প্রতি মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন ।

পাঠ-২ : মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা (১৯০৬)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি ¾

- ☞ ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

২.১ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি

মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯০৬ সালে এ সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কেননা এটি ভারতীয় মুসলমানদের রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা ভারতীয় মুসলমানদের একটি হতদরিদ্র ও পশ্চাদপদ জাতিতে পরিণত করে। অন্যদিকে ইংরেজদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করে হিন্দুরা একটি শক্তিশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করে। দলটি সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের কথা বললেও এটি ছিল হিন্দু স্বার্থ সংরক্ষণকারী একটি প্রতিষ্ঠান। এজন্য সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব আবদুল লতিফ প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দিতে নিষেধ করেন। তারা মুসলমানদের রাজনীতি পরিহার করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ ও ইংরেজ আনুগত্যের মাধ্যমে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা অর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাদের প্রভাবে শিক্ষিত মুসলমানরা প্রথম দিকে রাজনীতি বিমুখ থাকলেও পরে কতিপয় ঘটনার প্রেক্ষিতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে এবং রাজনৈতিক স্বার্থের দিকে মনযোগ দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবন, সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের তৎপরতা, গো-জবাই নিবারণ সমিতি ও হিন্দু মেলা গঠন, শিবাজী উৎসব উদ্‌যাপন ইত্যাদি ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত চেতনাকে আহত করে। ফলে তাদের মধ্যেও স্বতন্ত্র চেতনার উন্মেষ ঘটে। এসময় যুক্ত প্রদেশে সরকারি কাজে উর্দুর পরিবর্তে হিন্দির প্রচলনের সিদ্ধান্ত মুসলমানদেরকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফলে ১৯০১ সালের মধ্যেই মুসলমানরা নিজেদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষাকল্পে নিজেদের একটি জাতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯০৩ সালে উত্তর প্রদেশের হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে মুসলমানদের স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার দাবি জোরদার হয়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে নতুন প্রদেশ গঠন করা হলে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের মুসলমানরা একে স্বাগত জানায়। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় কংগ্রেস সরকারের এ উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করে এবং বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে। হিন্দুদের বিশেষ করে কংগ্রেসের এ ভূমিকা ভারতীয় মুসলমানদের দারুণভাবে মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ করে। তারা বুঝতে পারে যে, স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন ব্যতীত তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ অসম্ভব। এসময় ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের কথা ব্যক্ত করে। ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ৩৫ সদস্যের একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল সিমলায় বড়লাট মিন্টোর সাথে দেখা করে তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন। ইতিহাসে এটি ‘সিমলা ডেপুটেশন’ নামে খ্যাত। বড় লাট মুসলমানদের দাবিগুলো সম্পর্কে সদয় বিবেচনার আশ্বাস দেন। এ ঘটনা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে নবউদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার করে। তারা ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ্‌র প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলমানদের একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের ব্যাপারে একমত হন।

২.২ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ‘মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের’ বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে ঢাকার শাহবাগে ভারতের মুসলিম প্রতিনিধিগণ একত্রিত হন। সম্মেলন শেষে ৩০ ডিসেম্বর নওয়াব সলিমুল্লাহ ‘অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেসী’ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবটির উপর বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনার পর ‘নিখিল ভারত মুসলিম লীগ’ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। নবগঠিত দলের যুগ্ম-আহ্বায়ক নির্বাচিত হন নবাব মহসীন উল মুলক ও নবাব ভিখারুল মুলক। মুসলিম লীগের একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য ৬০ সদস্যের একটি কার্য-নির্বাহী সংসদ গঠন করা হয়। ১৯০৮ সালে এর গঠনতন্ত্র অনুমোদন করা হয়। লক্ষ্ণৌতে এর সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রাথমিকভাবে মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ :

২.৩ মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যবোধ গড়ে তোলা এবং সরকারের কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের মনে ভুল ধারণা জন্মালে তা দূর করা।

খ. ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ-সংরক্ষণ করা এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সরকারের কাছে তুলে ধরা।

গ. উপরোক্ত লক্ষের ক্ষতি না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সদ্ভাব রক্ষা করা।

২.৪ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ছিল একটি মোড় পরিবর্তকারী ঘটনা। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় মুসলমানদের রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মুক্ত করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে ব্যর্থ হয়ে এক চরম ক্রান্তিকালে ভারতীয় মুসলমানগণ ব্রিটিশদের সাথে আপোষকামীতার পথ ধরে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকে একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে লীগ গতিশীল ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়। এমন কি এতে মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায় তথা নাইট, নবাব, জোতদার, জমিদারদের প্রাধান্য থাকায় এটি গণসংগঠন হতে পারেনি। তবে কয়েক বছরের মধ্যেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রগতিশীল তরুণরা মুসলিম লীগের রাজনীতিতে এগিয়ে আসেন। তাদের নেতৃত্ব ভারতীয় মুসলমানগণ নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে মুসলিম লীগের পতাকা তলে সমবেত হয় এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে স্বতন্ত্র জাতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথক আবাসভূমি হিসেবে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

সার-সংক্ষেপ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচার এবং হিন্দু ও কংগ্রেসের মুসলিম স্বার্থ বিরোধী তৎপরতা ইত্যাদির ফলে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্রবোধ জেগে ওঠে। এমতাবস্থায় নিজেদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মুসলমানগণ একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা এরই পরিণতি মাত্র। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা কালক্রমে এটি মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনে পরিণত হয় এবং মুসলমানদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়াসহ ১৯৪৭ সালে পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়—

ক. ১৯০৫ সালে খ. ১৯০৬ সালে
গ. ১৯০৭ সালে ঘ. ১৯০৮ সালে

২. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন—

ক. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ. খাজা নাজিম উদ্দিন
গ. নবাব সলিমুল্লাহ্ ঘ. আগা খান

৩. সিমলা ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন—

ক. নবাব সলিমুল্লাহ খ. আগা খান
গ. এ.কে. ফজলুল হক ঘ. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ১৯০৫ সালের _____ মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে তরান্বিত করে।
২. _____ অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেসী নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব দেন।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দিতে বলেন।
২. আগা খান সিমলা ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. নবাব সলিমুল্লাহ মুসলমানদের জন্য নতুন রাজনৈতিক সংগঠনের কি নাম প্রস্তাব করেছিলেন?
২. ১৯০৬ সালে মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের বার্ষিক সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সংক্ষেপে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করুন।
২. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য মূল্যায়ন করুন।

পাঠ-৩ : বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- ☞ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কারা ও কেন অংশ নেয় তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ☞ বঙ্গভঙ্গ রদের প্রক্রিয়া ও পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যাখ্য করতে পারবেন।
- ☞ বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া ও ফালাফল সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

পূর্ববর্তী পাঠে আলোচনা করা হয়েছে যে, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রতি সাধারণভাবে মুসলমান সম্প্রদায় সমর্থন জানায়। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ করে উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করে তারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে।

৩.১ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় উচ্চ বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়। বর্ণ হিন্দু জমিদার শ্রেণী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা ছিল এ আন্দোলনের অগ্রভাগে। নিছক স্বার্থবোধ ও ধর্মভিত্তিক সংকীর্ণ জাতীয় চেতনা থেকেই মূলত তারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করে। ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে এরা ছিলেন সবচেয়ে সুবিধা ভোগী। নতুন প্রদেশ সৃষ্টি এবং সেখানে মুসলমানদের প্রাধান্য তাদের এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা সৃষ্টি করে। নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় শিল্প-কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় এসব শ্রেণী তাদের পেশাগত ও আর্থিক ক্ষতির আশংকা করে। এমতাবস্থায় তারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ ও প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে । বক্তৃতা মঞ্চ ও পত্র-পত্রিকায় বঙ্গ বিভক্তিকে ভারত মাতার অঙ্গচ্ছেদ জাতীয়তা বিরোধী কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করে অবিলম্বে তা রদের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানায়।

৩.২ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও জাতীয় কংগ্রেস

হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে। সরকারের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য কংগ্রেস বিদেশী পণ্য বর্জনের ডাক দেয়। বিদেশী পণ্য আমদানি ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সরকারি অফিস-আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করা হয়। দেশীয় শিল্প-কারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশেষ করে সাংবাদিক-আইনজীবী ও কবি-সাহিত্যিকরা এ আন্দোলনকে জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মতিলাল ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্র লাল প্রমুখের রচিত দেশ বন্দনামূলক কবিতা ও গান আন্দোলনকারীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। কংগ্রেসের সভা ও মিছিলে 'বন্দেমাতারাম' ধ্বনিত হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রথম বর্ষ পূর্তিতে কংগ্রেস ও হিন্দুরা শোক দিবস হিসেবে পালন করে।

৩.৩ গুপ্ত সমিতি গঠন ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন হিসেবে। তবে কংগ্রেসের কিছু উগ্র ও চরমপন্থী নেতার প্ররোচনায় আন্দোলনকারীদের একাংশ সন্ত্রাসী ও উগ্রপন্থী কার্যকলাপ শুরু করে। ঢাকা ও কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। ব্যারিস্টার প্রথমনাথ মিত্র ঢাকায় 'অনুশীলন সমিতি' গঠন করেন। পুলিন বিহারী দাসকে এটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এসময় কলকাতায় 'যুগান্তর' নামে একটি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। অরবিন্দ ঘোষ, বারিন্দ্র ঘোষ ও ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখ ছিলেন এ সমিতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য নেতা । সারা বাংলায় এসব গুপ্ত সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শতশত যুবক ও ছাত্র এসব সমিতিতে যোগ দেয়। গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে ইংরেজ মহলে আতঙ্ক তৈরি করে গুপ্ত সমিতি কার্যসিদ্ধির চেষ্টা চালায়। এ জন্য অনেকে জীবন উৎসর্গ করে । ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ছিলেন এদের অন্যতম।

৩.৪ ইংজের সরকারের নতি স্বীকার ও হিন্দুদের সাথে আপোষ

প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে দৃঢ় ও অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন। ভারত সচিব মর্লে বঙ্গ বিভাগকে একটি মীমাংসিত বিষয় বলে ঘোষণা করেন এবং কংগ্রেস কর্তৃক তা বাতিলের দাবি নাকচ করে দেন। এমনকি দমন

নীতির মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন প্রশমনের চেষ্টা করে। ভাইসরয় মিন্টোও বঙ্গ বিভক্তি বাতিল না করার ব্যাপারে মুসলমানদের আশ্বস্থ করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা, স্বদেশী আন্দোলনের উগ্রতা এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও হত্যাকাণ্ড ব্রিটিশ সরকারকে ক্রমশ ভাবিয়ে তোলে। ঔপনিবেশিক স্বার্থ এবং সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা নতি স্বীকার এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধীদের সাথে আপোষের পথ বেছে নেয়।

৩.৫ বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা

১৯১০ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের নতুন ভাইসরয় হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ব্যাপক অসন্তোষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা লক্ষ্য করে বঙ্গভঙ্গ রদের বিষয়ে গোপন তৎপরতা শুরু করেন। ব্রিটেনের সম্রাট পঞ্চম জর্জ এবং ভারত সচিব লর্ড ক্রু প্রমুখ বঙ্গভঙ্গ রদের পক্ষে মত দেন। ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রাণি মেরী ভারত সফরে আসেন। তাদের সফর উপলক্ষে ১২ ডিসেম্বর দিল্লিতে এক ঐতিহাসিক দরবারের আয়োজন করা হয়। সেখানে সম্রাট পঞ্চম জর্জ আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন। ফলে কার্জনের বাংলা বিভক্তির ব্যবস্থা বাতিল হয়। ঢাকা চট্টগ্রাম, রাজশাহী, প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমানের পাঁচটি বাংলা ভাষাভাষী বিভাগ নিয়ে বাংলা প্রদেশ পূনর্গঠন করা হয়। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা হতে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়।

৩.৬ বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল

বঙ্গভঙ্গ রদ করায় উচ্চবর্ণের হিন্দু ও কংগ্রেস নেতারা উল্লাসিত হয়। তারা সরকারি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। অন্যদিকে স্বাভাবিক কারণেই মুসলমানরা এতে ভীষণভাবে মর্মাহত হয়। মুসলমানরা সরকারের এ একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে। তারা সরকারের এ সিদ্ধান্তকে হঠকারীতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা বলে আখ্যায়িত করেন। ইংরেজ সরকারের প্রতি তাদের আস্থা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। ফলে অনেক মুসলমান ইংরেজদের প্রতি তাদের আনুগত্যের নীতি ত্যাগ করে। মুসলিম লীগের নীতিতেও এর প্রভাব পড়ে। অন্য সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে ভারতের স্বরাজ অর্জনের কর্মসূচি গৃহীত হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণায় নবাব সলিমুল্লাহ অত্যন্ত মর্মাহত হন। এরপর তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অবসর নেন। অবশ্য ১৯১২ সালে লর্ড হার্জিঞ্জ ঢাকা সফরে এলে তিনি মুসলমানদের হতাশা এবং বিভিন্ন দাবিদাওয়া সম্পর্কে বড়লাটকে অবহিত করেন। তাঁর দাবির প্রেক্ষিতে বড়লাট ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাস দেন। সে মোতাবেক ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

সার-সংক্ষেপ

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ বর্ণহিন্দু ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিদেশী পণ্য বর্জনের স্বদেশী আন্দোলন জোরদার হয়। আন্দোলনকারীদের একাংশ সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা ও গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রশাসনের ভিত্তিকে প্রকম্পিত করে তোলে। শেষ পর্যন্ত সরকার আন্দোলনের মুখে নতি স্বীকার করে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। এতে বর্ণ হিন্দু ও কংগ্রেস উল্লাসিত হয়। অন্যদিকে মুসলমানরা মর্মাহত হয়। তারা সরকারি সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করে। সরকারের প্রতি তাদের আস্থা হ্রাস পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি অনুশীলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—

ক. পুলিন বিহারী দাস খ. ব্যারিস্টার প্রমথ নাথ মিত্র

গ. সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী ঘ. বারিন্দ্র ঘোষ

২. বঙ্গভঙ্গকে একটি 'মীমাংসিত বিষয়' বলে ঘোষণা করেন—

ক. লর্ড মর্লে খ. লর্ড মিন্টো

গ. লর্ড কার্জন ঘ. লর্ড ক্রু

৩. ১৯১১ সালে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়—

ক. কলকাতায় খ. মাদ্রাজে

গ. দিল্লিতে ঘ. বোম্বেতে

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. কলকাতায় _____ নামে একটি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২. ১৯১০ সালে _____ ভারতের নতুন আইসরয় হিসেবে দায়িত্ব গ্রহর করেন।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়।

২. লর্ড মিন্টো বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. বঙ্গভঙ্গ রদের সময় কে ভারত সচিব ছিলেন?

২. কোন সম্রাট বঙ্গভঙ্গ রদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কারা এবং কেন অংশ নিয়েছিল?

২. বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ কি ছিল?

৩. বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ১২

বিশদ উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের কারণসমূহ আলোচনা করুন।

২. ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করুন।

৩. বঙ্গভঙ্গ কেন রদ করা হয়েছিল? বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল আলোচনা করুন।